Registred No15

# অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ৩২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন১২৭৯ সাল ২২ ১৫আগষ্ট ১৮৭২খৃঃ অব্দ | ২৭ সংখ্যা

বিজ্ঞাপ ।

"আশা মরীচিকা,,

অভিনব গদ্য কাব্য

কলিকাতা আর হার্ট ষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । মূল্য; ডাক মাশুল সমেত ১৵ ।

ভারতবর্ষীয় চুক্তির (১৮৭২ সালের । ৯ আইন নানা ইংরাজী পুস্তকোদ্ধৃত প্রয়োজনীয় বিষয় ও উচ্চতম আদালতের নজীর সম্বলিত ॥ মূল্য স্বাক্ষরকারীগণের প্রতি ( ডাক মাশুল ব্যতীত ) ৩ টাকা ॥ নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্তব্য ।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ
বরিশাল স্কুল ।

উজীরপুত্র ।

প্রথম পর্ব্বের মুল্য ৸৵ আনা ডাক মাশুল ৵ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্বের কি মর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ আনা ।

কলিকাতা সভাবাজার
শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য ।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ ।
বাৎসরিক মুল্য ২৷৵ ।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত ।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা ।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কালিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে ।

| | |
|---|---|
| সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ | ১ |
| লীলাবতী নাটক | ১৷০ |
| নবীন তপস্বিনী নাটক | ১ |
| সধবার একাদশী প্রহসন | ১ |
| বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসন | ৷৹ |
| জামাই বারিক প্রহসন | ১ |
| দ্বাদশ কবিতা | ৷৹ |

সচিত্র গুলজার নগর

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে । রোজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকান ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়াযায় । মুল্য৷৹ ডাক মাশুল ৵ । ( ২৩ )

সর্পাঘাত ।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ । ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন । মুল্য সমেত ডাক মাশুল ।৶০ ছয় আনা ।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার ।

## সংগীতসমালচনী ।

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি । কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে । কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন । ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ বর্ণিত থাকিবে । গীত সেতারা, মৃদঙ্গ এসরাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।৩ চারি আনা । গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন ।

## বিজ্ঞাপন ।

বহুবাজার ইংরাজী বিদ্যালয় ।
নং ৫৫, ওয়েলিংটন ষ্ট্রিট ।

বিগত ৮ই জুলাই হইতে এই বিদ্যালয়টীর কার্য্যারম্ভ হইয়াছে । ইহাতে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই তিন ভাষারই শিক্ষা দেওয়া হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে । যাহাতে বালকেরা অতি উত্তম রূপে শিক্ষিত হইয়া অল্প কাল মধ্যেই প্রবেশিকা ( Entrance ) পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করা হইতেছে । এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার স্থূল স্থূল নিয়ম গুলি সরল ভাষায় বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে । আর তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন এবং নীতিশিক্ষার বিষয়েও কিছু মাত্র শৈথিল্য করা যাইবে না ।

বেতনের নিয়ম ।

এণ্ট্রান্স ক্লাস—২ শ্রীরজনী নাথবসু,
২ য় —ঐ ২ অবৈতনিক
৩ য় ও ৪র্থ—ঐ ১৷৷
৫ম ও ৬ষ্ঠ—ঐ ১

পাবনা মেডিক্যালহল ।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌবল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন । কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন ।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় অন্যান প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণ শক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন চন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে ।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা । স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে,শুক্রগাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে ।

যাঁহারা এই মহৌষধি গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মুল্য ইত্যাদি জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন । রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই ।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ্য রাখিতে চাহেন । তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধি পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধি পাঠাইতে পারিব ।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার
রেষ্টোরার ভার ।

অর্থাৎ

[ যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি দিগের শুক্লবর্ণ কেশ যাহারা পুনঃকৃষ্ণবর্ণ হয় । ]

হেয়ার রিষ্টোরার ভাব কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুকবর্ণ কেশ কৃষ্টবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হই এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে ।

ইহার মুল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাস্থল সহিত ,, ,, ,, ,, ১৷৵

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
হিম সাগর তৈল ।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগেক পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী । প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে । বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী ।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাস্থল সহিত ,, ,, ,, ১৷৵ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কলেরা ক্যাম্ফার ।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক । মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বারআনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷ টাকা । ডাক মাস্থল প্রত্যেকের চারি আনা ।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহামৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য । প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত । ২৪

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়রোগ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধি বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডি ক্যাল হলে,, প্রস্তুত আছে ঔষধের মূল্যের জন্য যাঁহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আধ আনা মুল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান ।

বিজ্ঞাপন ।

নিম্ন লিখিত তিন খানি প্রহসন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—মুল্য ।৶০
ডকমাস্থল /০ উভয় সঙ্কট ,, ।০
ডাকমাশুল ঐ চক্ষুদান — ,, ।০
ডাকমাশুল ঐ

আই, সি, বসু. এণ্ড কোং কালিকাতা ষ্ট্যানহোপ প্রেস

### তিনটী শুভ সম্বাদ॥

যখন এত প্রতিবাদ সত্বেও মিউনিসিপ্যালিটী আইন বিধিবদ্ধ হইল, তখন আমরা চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। দুর্ব্বলের রোদনই বল। যখন রোদনে গবর্ণমেণ্টের দয়ার উদ্রেক না হইল, তখন আমরা একেবারে নৈরাশ হইলাম। কিন্তু ঈশ্বর বিপদের কাণ্ডারি। গত সপ্তাহে ক্রমান্বয়ে তিনটী শুভ সম্বাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি। লর্ড নর্থব্রুককে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন। ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইন তিনি রদ করেন নাই বটে, কিন্তু ১লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত স্থগিত করিয়াও আমাদিগকে অনেক সান্ত্বনা করিয়াছেন। যখন এ শুভ সম্বাদটী আমরা পাঠ করিলাম এবং সাধারণে উহা শ্রবণ করিল, তখন সকলের সেই প্রফুল্ল মুখ, হর্ষোল্লাসিত মন, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় যদি লর্ড নর্থব্রুক দেখিতে পাইতেন তাহাহইলে তিনি অনায়াসে বুঝিতেন যে, এই আইনটি দ্বারা লোকে কিরূপ ভীত ও বিপদ গ্রস্ত হইয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বর তাঁহাকে আমাদের মেসাইয়া (ত্রাণকর্ত্তা) স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। যখন লর্ড ক্লাইব ও হ্যাষ্টিংসের নৃশংস স্বভাব দ্বারা ভারতবর্ষে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, ঈশ্বর তখন লর্ড কর্ণোয়ালিসকে প্রেরণ করেন, যখন লর্ড ড্যালহাউসির প্রলোভন দ্বারা দেশে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল, ভারতবর্ষ শ্মশান ভূমি হইবার উপক্রম হইল, তখন লর্ড ক্যানিং আসিয়া সকলকে পরিত্রাণ করেন। সেই রূপ যখন একদিকে ষ্টিফিনসাহেব কঠোর আইন সমুদয় বিধি বদ্ধ করিয়া হিন্দুসমাজকে ব্যতিব্যস্ত ও প্রজাদিগকে শান্তিপ্রিয় মাজিষ্ট্রেটদিগের অনুগ্রহের উপর নিক্ষেপ করিয়া ত্রাসিত করিয়াছেন, এবং অন্যদিকে [illegible] পদাঘাত করিয়া, রোডসেস সংস্থাপন করিয়া ও মিউনিসিপ্যালিটি আইন বিধি বদ্ধ করিয়া দেশের মধ্যে আতঙ্ক ও নৈরাশ বিস্তার করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমাদের উদ্ধারের জন্যে ঈশ্বর আমাদের বর্ত্তমান প্রভুকে পাঠাইয়াছেন। তিনি রাজপুরুষগণের অবিচার ও দেশের শোচনীয় অবস্থা কখনই সামান্য ইংরাজদিগের চক্ষে দেখিবেন না। তাঁহার কর্ণ সামান্য ইংরাজদিগের ন্যায় আমাদের রোদনে বধির হইবে না। তিনি এদেশের দীন হীন অবস্থা সামান্য ইংরাজদিগের ন্যায় ঔদাস্য মনে চিন্তা করিবেন না, তিনি আমাদের পরিত্রাতা এবং আমরা যতক্ষণ সান্ত না হইব, আমরা যতক্ষণ চক্ষের জল না মুছিব, আমাদের মুখ যতক্ষণ প্রফুল্লিত না হইবে, ততক্ষণ তিনি সুস্থির হইবেন না। আমরা শুনিলাম সিমলার আমোদ প্রমোদ দ্বারা তাঁহার সন্তোষ জন্মিতেছে না। কেমন করিয়া জন্মিবে? তাঁহার কাজ আমাদিগের দুঃখ দূর করা, তাঁহার তৃপ্তি তাহাতেই। যত দিন ভারতবর্ষের প্রজার মুখ দুঃখ দ্বারা মলিন থাকিবে, তত দিন তিনি মনের সাধে হাসিতে পারিবেন না। জগদীশ্বর! প্রকৃতই কি নর্থব্রুক আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা। প্রকৃতই কি তিনি ভারতবাসীদিগের দুঃখ দূর করিতে সাগর অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছেন! তিনি যদি লর্ড মেওর ন্যায় আমাদিগকে নৈরাশ করেন, তবে আমাদের কি গতি হইবে?

আমরা ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এশোসিয়েসনের সম্প্রতি প্রকাশিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া যার পর নাই পুলোকিত হইয়াছি॥ ইংলণ্ডের মহাত্মারা আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন নাই। যখন ইংলণ্ড হইতে আমরা এক বৎসরের পথ দূরে অবস্থিতি করিতাম, যখন আমাদের অতি উচ্চ রোদনও ইংলণ্ডে প্রবেশ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, যখন ইংলণ্ডের মধ্যে উর্দ্ধ সংখ্যা শতাবধি লোক ভারতবর্ষের নাম জানিত না, তখন ইংলণ্ডবাসীরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। বার্ক সেরিডন প্রভৃতি যখন হেষ্টিংকে রাজদ্বারে আনয়ন করিলেন, তখন ইংলণ্ড বা কোথায় আর এদেশীয়েরা বা কোথায়। কিন্তু তথাচ হেষ্টিং রাজদ্বারে নীত হইলেন এবং সমুচিত দণ্ড না হউক সুশিক্ষা পাইলেন। সেকালে তাঁহারা এইরূপ মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। এক্ষণ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড প্রায় সংস্পর্শী দেশ হইয়া উঠিয়াছে, কয়েক মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে আলাপ চলিতে পারে। ইংলণ্ডের অনেক প্রধান প্রধান সমাজে এদেশীয় যুবকেরা সুশোভন করিতেছেন এবং প্রত্যেক সুশিক্ষিত ইংরেজের পুস্তকালয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ক গ্রন্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এখন যে তাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না সে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ইষ্টইণ্ডিয়া এশোসিয়েসনের বক্তৃতাটী পাঠ করিলে অনিবার্য্যরূপে বিশ্বাস হয় যে, এই মহাত্মারা ভারতবর্ষকে স্বেচ্ছাচারি শাসন প্রণালী হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কতরূপ যুক্তিই করিতেছেন এবং কত ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন যে আমরা যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বিষয়ে আবেদন করি তাহাতে যেন নাছোড় হই। তাঁহারা ইংরাজ, এবং ইংরাজের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা কেবল ইংরাজেরাই জানেন। তাঁহারা আর একটি পরামর্শ দিয়াছেন। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করা। আমরাও এটি বরাবরি বলিয়া আসিয়াছি। ইংলণ্ড অনেক পরিমাণে সংবাদ পত্রের দ্বারা শাসিত হয়। সেখানে সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেক স্বাধীন ও সৎ ব্যক্তি আছেন এবং সেখানে সকল বিষয় নির্ভয়ে লেখা যায়। সেখানে অদ্যাপি ষ্টিফিন সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং আইন দ্বারা সম্বাদ পত্রের মুখ রোধও হয় নাই। সুতরাং এদেশের স্বেচ্ছাচারি রাজশাসন দ্বারা প্রজারা কত সহ্য করে, তাহা যদি একবার ইংলণ্ডবাসীদিগের হৃদ প্রত্যয় হয় ও একবার যদি এই জাতির মহত্ব উদ্রেক করা যায়, তবে আবার ইংলণ্ডে শত শত বার্ক উদিত হইবেন। আবার পার্লিয়েমেণ্টে ভারতবর্ষ লইয়া আগুন উঠিবে, আবার ইংলণ্ড, ভারতবর্ষের নিমিত্ত উন্মা[ত্ত] হইবেন এবং যাহারা দীন হীনা ভারতভূমির প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিবেন। ইংলণ্ডে সম্বাদ পত্রিকা বাহির করার যোগ্য লোকের অভাব নাই, যদি ভাল করিয়া চালান যায়, তবে উহাতে নিজের আয় ব্যয়ও চলে। কেবল উদ্যোগ, দেশে কি এমন লোক কেহ নাই যে এই উদ্যোগটি করেন?

আমাদের তৃতীয় শুভ সম্বাদ পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর টরেনসসাহেবের ইনকমট্যাক্সের সপক্ষতা করা। যাঁহারা এ দেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন ভারতবর্ষের পক্ষে উহাতে কত মঙ্গল হইয়াছে।

---

A deputation consisting of about thirty gentlemen, members of Parliament &c waited on the Duke of Argyll for the purpose of presenting an address which was signed by a great many men of influence. The object of the address was to urge upon his grace to reconsider the appeal of the Nawab Nazim of Bengal. The Duke of course refused to take any step in the matter, and it is said, the manner of his grace on the occasion was as disagreeable as possible. Of course as ratepayers we cannot have genuine sympathy with the calims of the Nawab, but we cannot help admiring the perseverance with which he has been urging his suits upon the attention of the English nation. In fact he has done a great deal of service to India, he has created an Indian party not only amongst the general public but in Parliament too; he has been instrumental in drawing the attention of a great many people in England to India and creating powerful enemies to the despotism of the British-India Government. Indeed when we see the names of influential gentlemen arrayed on the side of the Nawab, we see the confirmation of a view which we have all along advocated in these columns; we see that England is a better field for the agitation of political question regarding India than India itself. The Nawab fought for his selfish interests, but a Hindoo fighting for the interests of his country would be more heartily sympathised and helped.

"Why do not you notice the Bengal Magazine ?" inquired an esteemed friend the other day. Because we were disappointed. The Proceedings of the Chit Chat Club so disappointed us that we threw the Magazine and tried to forget its existence. We expect a great deal better from Mr. Dey, better than any thing Mr. Mookerjea can ever bring out.

---

That society is rotten to the core which does not afford relief to its sick and helpless members. That Calcutta wants more hospital accomodation may be witnessed any day at the doors of the two or three existing institutions where the number of sick, who are refused admission far exceed the numbers taken in. The pauper hospital is more an asylum than a hospital. The subject has been before Government and the municipality but what we want is that our countrymen should take lead in the matter and found a hospital under purely native management. The fever hospital owes its origin to the princely charities of Mutty Lal Seal, Protap Chand Sing, Sutty Churn Ghosal, Dwarika Nath Tagore and others. But if Mutty Lals and Protap Chands are gone we have their heirs. What Mutty Lals and Protap Ch nls did in their time we expect their heirs to do in the present age. We must try to get up a hospital by our own exertions, and by our own money to be spent by us for the benefit of the poor, the sick and of science. We natives can do things more economically. Then again medical education cannot be complete without independent practice in public hospitals. We shall thus have a school for the sound training of our medical graduates. We shall thus have abundant opportunities of testing the different medical dogmas of the scientific would. The poor will benefit by the skill of experts who will remain in the country than by those whose aim always is to pick up something and run away. The better classes will thus be able to secure the service of trained medical men at a much less cost. It is in short a national, we should say, a cosmopolitan undertaking, and we need not be ashamed in asking the help of all India for it. We do not wish further to expatiate on the subject, but we simply throw out these hints to our contemporaries and the public for agitation and discussion.

---

The Report of the Select Committee on the Embankment Bill has been submitted. It has been signed by Messrs Schalch and Bernard. Mr. Robinson signed it reserving himself the right to object to certain general principles. Mr. Beaufort reserved a similar right. The native members reBabu Digambar and Raja Jotendro fused to sign the report.

---

Finance and Foreign Government—Mr. Grant made his budget speech in Parliament about a week ago. There were only 26 members present, others did not think it worthwLile to go throuh the financial account of a nation which interests them not. Mr. Grant Duff stated that the Revenue of India from 1861 to 1873 amounted to $569\frac{1}{3}$ millions and the expenditure $576\frac{1}{2}$ millions so that, there has been a deficit of 6 millions in 12 years. Or in other words, Government has been spending 50 lacs every year over and above its actual income. Whence then this cash balance of 20 millions pray ? The financial accounts of India may be veiwed and stated in so many ways that it is not in the power of outsiders to understand them. When the Revenue was 569 millions and the Expenditure 567 million the national debts must have increased but even there we are at fault. The debt of India at the close of 1862 amounted to 106 millions and in 1870 it was 108 millions only. So here is a fine problem to solve, the expenditure was greater than the Revenue by 6 millions; there was no debt increased, yet Government could scrape to lock up in its chest a cash amounting from 16 to 20 millions ! This bids fair to put to shame our Suburban Municipal accounts. However the trick employed here may very easily be seen. The Heads of the various Departments under Government annually submitted their budget estimates which were passed. The Imperial Government entered the amounts which it passed in its accounts but the Departmental Heads could rarely spend the full amount estimated by them and passed by the Imperial Government. For instance the Govenment allots 5 millions for Public Works Department and enters the sum in its accounts. But the P. W. D. with all its efforts can rarely spend such a large sum. The entry of 5 millions in the account remains unaltered though the actual expenditure may be 4 millions, and thus this million helps to swell the cash balancnes of the Empire. Thus what is true of one department is true of all departments of the state. This is the only explanation ignorant as we are of the Finaees of our own country that we can give of the extraordinary statement of Mr Grant Duff. After the conclusion of Mr. Grant Duff's speech, Mr Fawcett our staunchest friend in a lengthy speech condemned the trick of introducing the Indian Budget at the fag end of the sessions, and attacked the income tax, basing his arguments on Lord Mayo's now celebrated minute of october 1870. The learned professar had heard from all who came in contact with him that the income tax was the chief cause of the "universrl dissatisfaction" complained by Lord Mayo. He saw no native of India there he saw only English officials and merchants who had the greatest possible cause of hating a tax which alone they had to pay. We cannot be too sure what even a native might have said for sometime there was a universl delusion under which our country men labored. Even now natives might be found hotly opposed to the income tax. The other day a most respectable native gentleman threw up his connection as a subscriber to this paper on the ground that it supported the income tax. We admired the spirit of our patron, but he should not have hated a tax which most of his country men did not pay. However this delusion no longer exists but Mr. Fawcett our great friend had no means of knowing it. The only thing he heard from all sides was that the income tax was hated more and more every day and he gave notice to move in the parliament far the condemnation of the tax. How this information was received in India may be best known from the fact that we and the *Patriot* immediately advised our countrymen to inform Mr. Fawcett of the true state of affairs, and the Rajshye Association in a grand meeting resolved to inform the professor that it was the road cess not the Income tax which pressed them. But it was too late; with a firm belief in his mind that he was going to remove one of the greatest grievances of the people he condemned the income tax. Mr. Torrens another friend of India knew better, and hotly opposed the condemnation and the Professor was obliged to withdraw his motion. Of course we would not be sorry if the tax were repealed, the thing is we are quite indifferent to it but yet we would not have it abolished on the ground that it was universally disliked. For it was not so. Some of our friends in England are resolved something for the ken pe India, and w ould have their efforts directed in the right way. We would convince them that we do not care a fig for the income tax which touches the people not but the road cess which has caused universal dissatisfaction, because it affects the people universally.

---

The Criminal Procedure Code—The suspension of the Criminal Procedure Code till the 1st of January has power fully moved the people. It is urged by our deadly foes, may their numbers grow less, that it is highly impolitic to yield to the wishes of the people, that if you yield, you make them more discontented, overbearing and insolent. In Ireland this may be so, but it is to be proved that the effect of a concession to the people of India would be detrimental to the interests of the Empire. The Hindoos are not Anglo—Saxons, they are eminently conservative, mild, inoffensive; they never know what it to plot to dethrone a king. Obedience to lawful authority is the genius of the people, the priests oppressed their disciples; zemindars their ryots, fathers their children, husbands their wives, but the Hindoo was taught suffer all these patiently and sometimes cheerfully. When a zemindar beats a ryot, his brother ryots congratulate him on his good fortune, for it is a universal belief that chastisement from a landlord brings good luck to the chastised. He is devotedly attached to domestic happiness, he is not fond of a turbulent life. Grateful to his benefactors, obedient to his superiors, the Hindoos are a conquered race because they are so good. The amiable qualities of our country men have been smothered under the stern British Rule, accustomed as it is to deal with a hardy, turbulent and ferocious race. Englishmen do not know our countrymen. They have been no doubt ruling over us for upwards of a centuary, provd, self sufficeent and unsocial as they are, they have not been able to analyse the Hindoo mind. The Hindoo mind analised how easy it would be to govern the Hindoo nation They do not know how to touch, to melt and to enslave a Hindoo, and Missionaries failed to Christianise India, and Government to gain the people's sympathy. There was Mr. Furlong a Nuddea Planter who knew how to deal with Hindoo

opposition. He was an Indigo Planter and had to oppress his ryots but he never coerced them by force. Whenever the people shewed signs of independence he personally sought the ring-leader, passed half a day at his, dined with him and purchased his services for ever. Suspect an innocent person and you tempt him to commit crime; threaten an inoffensive person and you provoke him to be offensive; use harshly a gentle nature and you either cause his death or make a satan of him. The Hindoo nature can never improve under stern Anglo-Saxon discipline. The greatest rogues are those who have once tasted prison life, the best servants of government are those who are placed under generous and confiding ...rs. Conf... Hindoo and you secure his fidelity for ... him gently and he will give his ... Englishmen have rarely tried to appeal to the bright side of Hindoo nature, and whenever they have, the Hindoos have never failed them. What is true of individuals is true of the government Government has never confided the people and the people distrust government and attribute bad motives, to its most generous actions. Now what has been the effect of the postponement of the Criminal Procedure Code? They have not risen enmasse against the government for further privileges. They have not attributed this concession to the weakness of goverment, they have not become insolent. The feeling that at present pervades the native society is of intense joy and thankfulness. It has been urged that government has no desire to reconsider the New Codes, that two other Acts, the Evidence Act and the Contract Act would come into operation on the 1st of September and government did not think that it would be possible for the people and the Officials to master three big acts, if they are at once forced upon them. Such at least has been said by the Law member who introduced the short Act for the postponement of the Code. The people however choose to take a more hopeful view of the matter and for very good reasons. The three Acts were passed in the same Council and framed by the same Members, how is it then, what strikes Lord Northbrook did not not strike the original framers? Of course when the dates when these Acts would come into operation were fixed there was a discussion about it, and such a plain fact undoubtedly occured to them. But they did not think that it would be at all inconvenient for the people if the Acts were introduced on the same day. Then again Lord Northbrook must have perceived the intense dissatisfaction that the Act has caused amongst the people. Dissatisfaction is not the word.—The people have been deeply alarmed, so much so that some men in good circumstances inhabitants of Muffosil determined, to our certain knowledge, to remove permanently to Calcutta. In short no Government measure alarmed the people so much It was not matter of education or of taxation but of the personal safety and liberty of the people. All other unpopular measures vanished before the spectacle of Magistrates with unlimited powers, and there was no thought, no talk but of the barbarous Code that would come into operation on the 1st of September. It was discussed in a meeting, which of the four unpopular measures of Government was the most unpopular? The high education question the Municipality Bill, the roadcess and the Criminal Procedure Code? It was unanimously agreed that the last was the most dangerous of all Meetings have been and are to be held all over the country protest against this Bill, and memorials have been already submitted to Government. Lord Northbrook knew all this, and would it be politic and would it not be most cruel to postpone this Bill simply on the ground stated by Mr. Hobhouse? Was not Lord Northbrook avare that such a postponement would raise hopes in the minds of the anxious and alarmed people of India? Statesman as he is why would he unnecessarily raise hopes which he would not fulfil, in the minds of the people? He knew very well that hope would come in spite of the people, and would he raise hope amongst a discontented people, if he knew that they would be sadly disappointed after four months? It is not statesmanlike it is not generous, indeed it is positively cruel to raise false hopes amongst a helpless people. The thing is the people have judged rightly. Lord Northbrook did not choose to commit himself. He has come to appease discontent not to increase it. He found that the Criminal Procedure Code has almost maddened the people with alarm and axiety. He found that the people have good grounds of complaint. Newly come from a free country, as yet unaffected by the mischievous Simla atmosphere, himself an independant and a most generous man, fully alive to his large responsibilities and the mischevous tendency of the Code anxious to promote the happiness of 180 millions committed to his care by providence, he did not choose to let loose such an engine of oppression amongst a well meaning though ignorant population. In short he has taken four months time to consider the bill. The duty of our countrymen lies clear before them. Lord Northbrook has given them most generously abundant time to represent their views on the Code to him. Indeed he invites criticism of the Code and let no time we lost---not a minute. Let us unreservedly open our hearts to him, and we feel confident that our prayers shall not be addressed to an unworthy personage.

---

The following curious memorial to the Viceroy has been published for general information by His Exeellency's order. "To his Excellency the Right Hon'ble Lord Northbrook, Viceroy and Governor-General of India, and also Legislative Council.

WE most respectfully and severally beg leave to state before the Governor-General and the Legislative Council a very *particular case* which deserves the notice of the Government. Since the Viceroy are come with a supreme power over us from Her Majesty, trusting and Hope the Governor-General will reign and administer justice to us poer subjects, that you give us some succour in the way of living in consideration on the following subject.

We respectfully beg to acquaint the time when the Company's Government monopolized as a charter party in India, during the time of Lord Clive, he organized a system in India and was then carried on in a different scale. During their time we were then living with feelings of contenmtent in their reign. We all were in a body praising them for there welfare that they may continue in the same position. Since it has been taken away from their control and has fallen into the hands of Her Majesty's Government, we supposed that we should be botter off. The act has been changed in a different light. Now we are at a loss and subjected by the present rules and the organization; it is a pity the grievances we now complain our sad distresses before the Government and the Council. We respectfully beg that we cannot submit to the present orders that have enforced on us poor subjects Gentlemen are taxing us both right and left, and not allowing us to gain an honest livelihood for to support ourselves and family to carry ue any sort of business or trade, that are charging us so much licenses and taxes, horse taxes, refusetaxes, and different others. One person to pay so many sorts of taxes and license? Such extremes is unbearable. The market has become so difficult at the present moment; poor people are all dying for food and suffering from wants only on account of the said license and taxes. Charge us according to our means and circumstances. The small maite has been taken away from us; Our fmilies are starving. How we poor British subjects can maintain ourselves, how in a Proper possession we are at a loss and suffering. cursing day and night for our grievances before our heavenly father who protects rulers, make some alterations for our views "Naked we came out of our mother's womb and naked we shall return." Neither the money nor the richness will follow us in the grave, but the honest and poor, those that God approves, before God there is no difference, the cripples as well as old and the young, rich and poor, high and low, are all equally subjected to Him as He is our ruler and principal king and judge, before whom we are crying our grievances."

The Lieutenant Governor was required to submit an explanation and his Honor in reply frankly admitted that Municipal taxation of Calcutta was very high.

---

## মুল্য প্রাপ্তি।

বাবু চন্দ্র নাথ কর, কমিল্লা ৪॥০
সেক্রেটারী জর্ব্বলপুর রিডিংক্লাব, জব্বলপুর ৮
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী চট্টগ্রাম ৭৸০
" রমেশ চন্দ্র মিত্র ভবানি পুর ৬॥০
লাইব্রারিয়ান বরিশাল ১০
বাবু হরিশচন্দ্র রায় চাঁপাতলা ৬॥০
" অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানিপুর ৬॥০
" দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ভবানিপুর ১৬
" মুঞ্জু রাম দাস কামরূপ ৪॥০
" কালীপ্রসন্ন বায় লড়াইল ৮
" দ্বারিকানাথ দে বসির হাট ৪॥০
" চন্দ্র মোহন গুপ্ত পটলডাঙ্গা ৪
" গোপাল শঙ্কর হড় কমিশনার আফিশ ৩৸০
" কানাই লাল গুপ্ত মনিঅর্ডার আফিশ ৩।০
" অমৃত লাল চৌধুরি খড়বিরা ছোটয়েল যশোর ১০
" প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বুদবুদ বীরভুম ২৪
" নন্দলাল দত্ত বহুবাজার ২৵১৫
" কালীচরণ গুপ্ত কলুটোলা, সুতিবাগান ৩।০
" দ্বারিকানাথ দত্ত ঠনঠনে ৩।৴০
" গোপাল কৃষ্ণ বসু টেজারি ২
" ভুবেন্দ্র নাথ বসু কাঁশারি পাড়া ২।৵০
" গোপাল লাল মিত্র পটল ডাঙ্গা ২
" বিনোদ বেহারি মিত্র মেদিনীপুর ১০
" সারদা প্রসাদ পালিত মোগলসরাই ৮
" জগত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেবগড় ৪॥০
" ত্রিগুণ নাথ মুখোপাধ্যায় রামবাগান, ৩
" উগ্র কণ্ঠ ঠাকুরতা বানবীপাড়া বরিশাল ৪
" শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী ৮
" শ্যাম চাঁদ ধর চট্টগ্রাম ৮
" মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র হুগলী ৮

| | | |
|---|---|---|
| " | মতিলাল সেঠ চন্দন নগর | ৭।০ |
| " | মতিলাল হালদার হুগলী | ২৲ |
| " | আনন্দ লাল দাস দরমাহাটা | ৬॥০ |
| " | প্যারিমোহন বন্দোপাধ্যায় জোড়াসাঁকে | ৩॥০ |
| " | শ্রীনিবাস ঘোষ ঠনঠনে | ৬॥০ |
| " | মহিমাচন্দ্র ঘোষ আটারোবাড়ী ময়মান সিংহ | ৮৲ |
| " | গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সিঙ্গার বিল ত্রিপুরা | ৮৲ |
| " | উমানাথ চৌধুরী কাশিপুর | ৮ |
| " | ত্রিগুণাচরণ বসু বাদুরবাগান | ৪ |
| " | দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় গড়পার | ৫৲ |
| " | রাজেন্দ্র নাথ বসু শুঁড়িপাড়া | ৩৲ |
| " | জগবন্ধু বসু চাঁপাতলা | ৬॥০ |
| " | অন্নদা চরণ কাস্তুগিরী বহুবাজার | ২॥০ |
| " | মতিলাল দত্ত বহুবাজার | ১৲ |
| " | মন্মথ লাল রায় চৌধুরী নলডাঙ্গা যশোহর | ৫৲ |
| " | যদুনাথ ঘোষ পটল ডাঙ্গা | ৩৲ |
| " | প্রাণ কৃষ্ণ বসু পটল ডাঙ্গা | ১৲ |
| " | কৈলাস চন্দ্র সেন মোরেলগঞ্জ | ৮৲ |
| " | কালী মোহন বসু পাবনা | ১০৲ |
| " | বেনীমাধব চক্রবর্ত্তি রামপুর হাট | ৮৲ |
| " | মাধব চন্দ্র রায় বাদূর বাদান | ৬॥০ |
| " | নবকুমার ঘোষ শিমলা | ৩।০ |
| " | গোপীনাথ বসু কৃষ্ণনগর | ১৬৲ |
| " | প্রিয় নাথ দত্ত জান বাজার | ৩৸০ |
| " | গনেশ প্রসাদ সিংহ কটক | ২৸০ |
| " | কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তি চাটগাঁ | ৮৲ |
| " | হরি চৈতন্য ঘোষ চাটগাঁ | ১০৲ |
| " | পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিরজাপুর | ২।৵০ |
| " | গোপাল চন্দ্র দে বেনেপুকুর | ৬॥০ |

---

কুমারখালী হইতে এক [illegible] আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, অদ্য তিন দিবস হইল সম্বাদ আসিয়াছে যে, গোড়ই ব্রীজের স্তম্ভ কয়েকটি আট ফিট মাটির নীচে আছে। গোয়ালন্দ হইতে গাড়ি বোঝাই করিয়া ইট আনিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হইতেছে, কিছুতেই নদীর বেগ হ্রাস হইতেছে না।

---

বাবু মাধবচন্দ্র রায় একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহার প্রতি ভারি অন্যায় করা হইয়াছে। তাহাকে প্রথম হুগলীর ভার দেওয়া হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি অভিপ্রায়ে জানি না তাঁহাকে ত্রিপুরা বদলী করিয়া তাঁহার স্থানে একজন সাহেব নিযুক্ত করিয়াছেন। মাধব বাবুর শরীর যেরূপ অপটু তাহাতে তাঁহাকে কলিকাতার নিকট রাখা কর্ত্তব্য ছিল।

---

সম্প্রতি যে জন সংখ্যা লওয়া হয় তাহাতে জানা গিয়াছে যে ইউনাইটেড স্টেটসে ৩কোটী ৮০ লক্ষ লোক বাস করে। যখন ১৭৮৩ সালে এই দেশ ইংরাজদিগের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় তখন ইহার জন সংখ্যা মোটে ৩০ লক্ষ ছিল। এদেশ এত যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তবু শুদ্ধ বাঙ্গালার জন সংখ্যা প্রায় ইহার দ্বিগুণ।

---

গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে এই বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হইয়াছে। যে কোন সাব-আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কিম্বা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র "বর্দ্ধমান ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহে যে জ্বর হইতেছে তাহার কারণ ও উহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ" সম্বন্ধে অত্যুৎকৃট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, গবর্ণর জেনারেল তাহাকে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিবেন। ১৮৭৩ অব্দের ১ লা আগষ্ট কি উহার পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট প্রবন্ধ সকল পাঠাইতে হইবে। মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল ও বাঙ্গলার স্যানিটারী কমিসনার প্রবন্ধ গুলি পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ করিবেন। প্রবন্ধ লেখকদিগের যুক্তি ও প্রকৃত ঘটনার দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে, শুদ্ধকল্পনা দ্বারা যেন প্রবন্ধ পরিপূর্ণ করা না হয়। যেসকল ছাত্রগণ কৃতকার্য্য না হন, তাহাদের নাম প্রকাশ করা যাইবে না। প্রবন্ধটী ভাল [illegible] হইলে আদবে পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

---

গত রবিবারে রাজ পুত্র গোলাম মাহামুদের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রসিদ্ধ তিপু সুলতানের পুত্র। ইহার বয়ক্রম ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গপাতাম যখন ইংরেজেরা অধিকার করিলেন ও হাইদার আলীর বংশ সিংহাসন চ্যুত হইল, তখন ইহার বয়স চারি বৎসর। ইংরেজেরা ইহাকে ও তিপু সুলতানের অন্যান্যপরিবারকে কলিকাতায় আনায়ন করেন ও রসাপাগলায় ইহাদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। গোলাম মাহামুদ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, কিন্তু ইংরেজ রাজ্যের উপর ইহার বিশেষ ভক্তি ছিল। ইহার দান শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং জাতি বর্ণ বিবেচনা না করিয়া ইনি অকাতরে দান করিতেন। কলিকাতার দাতব্য ফাণ্ডে ইনি ২৩২০০০ টাকা দান করেন। মহীসুরে একটি দরিদ্র আশ্রম ইনি স্থাপিত করেন ও তাহাতে ১৬৫০০০ টাকা দান করেন। টালীগঞ্জে একটী ডিস্পেন্সরী স্থাপিত করিবার জন্যে ইনি ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই ডিস্পেন্সরী সত্বর খোলা হইবে। ইনি মৃত্যু কালে ২৫ লক্ষ টাকা সাধারণ উপকারার্থে গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যাস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহৎকার্য্যের নিমিত্ত ইনি কে, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন।

---

## কারাগার।

বৎসর ২ কয়েদির সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে, দেখিলে প্রকৃত ভয় হয়। মাওয়াট সাহেব বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছু দিন পূর্ব্বে তালিকা সহ এক খানি পুস্তক লিখিয়া যান। ইহাতে ৫ বৎসরের অর্থাৎ ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৬৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত জেলের বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৮৬১ সালে সমস্ত বাঙ্গলায় ৫৩২০৮ জন কয়েদী ও ১৮৬৫ সালে ৭৫৭৪৪, অর্থাৎ ২২৫৩৬ জন কয়েদী বৃদ্ধি হইয়াছে। এ হিসাবে বৎসর ২ ৪ সহস্রেরও অধিক কয়েদী বৃদ্ধি হইতেছে। শেষ আডমিনিষ্ট্রেসন রিপোর্টেও দেখা যায় যে, ও বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর ২২৩২ কয়েদী বৃদ্ধি হইয়াছে। মাওয়াট সাহেব এ কয়েদী বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইহার ঠিক কারণ বাহির করা কঠিন বটে, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহার দুটি মস্ত কারণ আছে। প্রথম পুলিসের বেতন ও পদ বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় লোকদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা, আর মাজিষ্ট্রেট যত বেশী শাস্তি দিতে পারেন তাঁহার তত সুখ্যাতি। এই দুটি কারণে বাঙ্গালার জেল পরিপূর্ণ হইল।

[illegible] সালে মেকালি সাহেবের জেলের দুর্দশার প্রা[illegible] তিনি লিখেন যে, "বাঙ্গালার জেলের ভারি দুরবস্থা, আমাদের চোকের উপর যে জেল সেখানেও একটি ক্ষুদ্র স্থানে সহস্র ২ কয়েদী একত্র করিয়া রাখা হয় ইহাদের তাহার পরিচ্ছদেরও সমধিক কষ্ট, ইহারা এক জুঠ হইলে জেল রক্ষকদিগের রক্ষা করা সাধ্য নাই। কয়েক মাস হইল তাহারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টিং মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করে। ১৮৫০ অব্দে জেল পরিদর্শনার্থে প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন ইনস্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। ৬৪ অব্দে লরেন্স সাহেব নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক কয়েদীকে ৬৪৮ ঘন ফুট যায়গা দিতে হইবে, কিন্তু এটি হুকুম বহিতে আছে, কাজে দেখা যায় না। এই নিয়ম মত কাজ করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের টাকা জুঠিয়া উঠেনা। গ্রে সাহেব জেলের ভার জেলের ডাক্তারদের হাতে দেন ও ক্যাম্বেল সাহেব উহা পূনরায় মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে ন্যাস্ত করিয়াছেন।

জেলখানার উদ্দেশ্য কি? কয়েদীদিগকে সংশোধন করা? তাহা যদি হয় তবে জেল গুলি যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল। যে একবার কয়েদী হইয়াছে তাহার স্বাধীনতার লোপ ও মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। যে প্রণালীতে কয়েদীদিগকে খাটান হয় ও অকারণে তাহাদের যে ২ কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা মনে করিলে মনুষ্য জাতির উপর ঘৃণা জম্মে। একজন ভদ্র লোককে দিয়া ঘানিগাছ ঘুরাইলে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈল দিতে না পারায় তাহাকে বেত্রাঘাত করিলে তাহার কি উপকার করা হইল? কেবল তাহার যে একটু মনুষ্যত্ব ছিল তাহাই হরণ করিয়া লওয়া হইল। নানা কারণে কয়েদীদিগকে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তন্মধ্যে জেল রক্ষকদের অত্যাচার একটি প্রধান। এই নিমিত্ত কতশত কয়েদী অকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে ও কত শত ভদ্রকয়েদী মানসিক কষ্টে জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার যো নাই। মাঝে ২ এইরূপ দুটী একটী

খুনের অনুসন্ধান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল-অনুসন্ধানেই শেষ হয়। ৬৮ অব্দে প্রেসিডেন্সি জেলে অধিক পরিশ্রম করাইয়া একটী কয়দীকে খুন করা হয়। ইহার অনুসন্ধান নিমিত্ত একটি কমিসন বসে ও উক্ত জেলে যে ভয়ানক অত্যাচার হয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ হয়। গবর্ণমেণ্টও তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে একটু ধমক দেওয়া ভিন্ন আর কোন শাস্তিই হইল না। মুরশিদাবাদ জেলে সে দিন যে কাণ্ড হইয়া গেল তাহা বোধ হয় সকলেরই মনে চিরকাল জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। আবার এই অত্যাচারের জন্যে রক্ষকেরাও অনেক সময় বিপদে পড়েন। এই জন্যে ১৮৩৫ অব্দে একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং মাজিষ্ট্রেট হত হন। এই জন্যে সে দিন হুগলী জেলে একজন কামজারী গুরুতর রূপে আহত হয় ও এই জন্যে [illegible] ডেন্সি জেলের [illegible] সাহেব আপনার প্রাণ হারাইবার যো করিয়াছিলেন। চুনিলাল নামক যে আফগান কয়েদী স্মিথ সাহেবকে প্রহার করে সে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এইরূপ জবানবন্দি দিয়াছে।

"ঘান গাছ ঘুরাইতে একজন কয়েদী মরিয়া যায়, এই সারজেণ্ট (স্মিথ সাহেব) তাহার হাত কেটুড়ী দেয় ও তাহাকে দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখে এবং ইহাতে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার দুই তিন দিন পরে একজন হাকিম জেল দেখিতে আসেন, আমি তাহার নিকট সমুদায় কথা প্রকাশ করিয়া দিবার চেষ্টা করি, কিন্তু স্মিথ সাহেব আমাকে ঘুনি মারিয়া তাড়িয়া দেয়। এই অবধি ইহার সঙ্গে আমার শক্রুতা হয়। আমি ম্যাকেনজী সাহেবকে বলি যে এই সারজেণ্ট আমাকে যখন দেখে তখনই শুয়ার বলিয়া গালি দেয়। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি সাহেব বলিলেন যে তুমি কোন অপরাধ না করিলে তোমাকে শুয়ার বলিবেনা। সেই দিন আবার আমাকে শুয়ার বলিয়া গালি দেয় ও তার পর দিন বড় সাহেবের (ম্যাকেঞ্জি সাহেব) নিকট আমাকে লইয়া গিয়া বলে যে, 'এ ব্যক্তি বদ মায়েশ, এ আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে'। বড় সাহেব হুকুম দিলেন যে "এ ব্যক্তিকে ছয় ঘণ্টা ঘানগাছ ঘুরাইতে দেও ও সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্র বন্ধ করিয়া রাখ।" এইরূপে আমাকে দুই সপ্তাহ রাখা হয়। পরে আমি বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার অপরাধ কি ও কি জন্যেই বা আমি শাজা পাই। ইহাতে বড় সাহেব তাঁহার হুকুম রদ করিয়া আমাকে সূতা কাটিতে বলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি কুয়া হইতে জল তুলিয়া হাত পা ধুইতেছি, হঠাৎ আমার পিঠে কে আসিয়া ভয়ংকর জোরে ঘুসি মারিল, আমি উঠিয়া দাঁড়াইলে আরো দুটি ঘুসি মারিল। আমি ফিরিয়া দেখি যে স্মিথ সাহেব আমাকে মারিতেছে। সে আমাকে বলিল "কুয়াতে হাত পা ধুইবার কোন হুকুম নাই।" আমি উত্তর করিলাম "কয়েদীদিগের মারার কোন হুকুম আছে যে তুমি আমাকে মারিতেছ?" ইহাতে স্মিথ সাহেব বলিল "কাল বড় সাহেবের নিকট লইয়া গিয়া তোমার মজা দেখাইব" ও আমার ঘটি ও দড়ি লইয়া ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিল। স্মিথ সাহেব আমার উপর যত অত্যাচার করিয়াছে তাহার সমুদায়ের সাক্ষী আছে ও একান্ত পক্ষে সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তাহাকে শুধ হাতে একটি চপটাঘাত করি। হাতুড়ী দিয়া উহাকে মারার কথা যাহা বলিতেছে তাহার আমি কিছু জানিনা। যদি আমি হাতুড়ী দিয়া মারিতাম, তাহা হইলে কি ও এক মাসের মধ্যে আরোগ্য হইতে পারিত? দীন সাহা বলিতেছে যে, সে আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, যদি স্মিথ সাহেবকে আমার খুন করার ইচ্ছা থাকিত তবে, ঐ দীন সার মত ক্ষীণ মানুষে আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত? যাহারা আমার নিকটে বসিয়াছিল, তাহারা আমাকে মারিতে দেখে নাই, অথচ যাহারা তফাত ছিল তাহারা আমাকে মারিতে দেখিয়াছে সাক্ষ্য দিতেছে, কি আশ্চর্য্য! দশ সের লোহা আমার পায়ে দেওয়া হইয়াছে, এই সারজেণ্ট আমার উপরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও এখনও আমাকে গালি দিতেছে।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই কয়েদীকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন। ইহার বিচার এখনো হয় নাই। কয়েদীর এজাহার কতদূর সত্য তাহা আমরা জানিনা, হতে পারে সে সময় মিথ্যা কথা বলিয়াছে, কিন্তু জেলের রক্ষকেরা সচরাচর কয়েদী দিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহার অনেকটা সত্য হওয়াও আশ্চর্য্য নাই। আমরা ভরসা করি সেসন্স জজ এই মকর্দ্দমাটি বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার করিবেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ।

নোয়াগর হাইণ্ড সাহেব প্রথম শ্রেণীর সুবারডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। —ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র কর কিছু দিনের নিমিত্ত বারাশাতের ভার প্রাপ্ত হইলেন।—বাবু দীননাথ আডিড কিছু দিনের নিমিত্ত কলিকাতা কমিশনার আপিশে নিযুক্ত হইবেন।—গ্রিবল সাহেব ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন।—বাবু রাজ মোহন দে লক্ষ্মীপুরে বদলী হইলেন।—ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী এমাজদ্দিন চাটগাঁয় বদলী হইলেন।—বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন দ্বিতীয় শ্রেণী সুবারডিনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।—বাবু দীননাথ আডিড রানাঘাটের ভার প্রাপ্ত হইবেন।—ডে সাহেব যশোরের শিবিল সার্জ্জন নিযুক্ত হইলেন।—মুনসেফ বাবু শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজশহীর সাহাজাদপুর বদলী হইলেন।—মুনসেফ মৌলবী দুবিরুদ্দিন আহামেদ দিনাজ পুরের ঠাকুরগাঁয় বদলী হইলেন।—মুনসেফ বাবু শিবদাস মুখোপাধ্যায় ময়মানসিংহের নিকলীতে বদলী হইলেন।—মুনসেফ বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় বনগ্রামে বদলী হইলেন।—মুনসেফ বাবু আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী রানাঘাটে বদলী হইলেন।

---

## সংবাদ।

— ইংলণ্ডে রোজামূর নাম্নী একটী যুবতীর সঙ্গে ন্যাপ নামক একজন সাহেবের অতিশয় প্রণয় হওয়ায় বিবাহের কথা হয়। এক দিন সন্ধ্যাকালে, তাহাদের পরস্পর দেখা হইবার নিমিত্ত একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয় কিন্তু যুবতীর একটী ভুল হওয়ায় সাক্ষাৎ হয় না। ইহাতে যুবতী মনে অত্যন্ত বেদনা পায় এবং কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া জল মগ্ন দ্বারা আত্ম হত্যা করিয়াছে। আর এক জন স্ত্রী তাহার স্বামী তাহাকে যথোচিত ভাল বাসেনা এই দুঃখে জল মগ্ন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে॥

— একজন আমেরিকান একরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার দ্বারা বায়ু ভরে যেখানে সেখানে যাইতে পারা যাইবে। সম্প্রতি যন্ত্র প্রণেতা ইহার একটী পরীক্ষা করেন এবং তাহাতে দেখিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবে। একটী পাত্র গ্যাস পূর্ণ করিয়া বায়ু অপেক্ষা লঘুতর করা হয়, বাষ্প দ্বারা উহা বিচালিত হয় এবং উহাতে একটী হাল সংযুক্ত থাকে, তাহা দ্বারা ঘুরাণ ফিরান যায়।

—খাণ্ডজি নামক এক জন পশ্চিমবাসী আজ দশ বৎসর হইল ভাগু নামক একটী স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করে। কিছু দিন হইল, ভাগু অপর একটী পুরুষের সঙ্গে গৃহ পরিত্যাগ করায় তাহার স্বামী তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। অনুসন্ধানে তাহাকে দেখা পায় এবং বাটী আসিতে অনুরোধ করে। সে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইহাতে স্বামী রাগত হইয়া এক ছুরী বাহির করে। স্ত্রীটী চীৎকার করিয়া উঠে। ইহা শুনিয়া অপর দুইটী স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হয়; সে ছুরি দিয়া তাহাকে নয়টী আঘাত করে এবং স্ত্রীটী তৎক্ষণাৎ মরে। খাণ্ডজি দৌড়াইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর গেলে সে ধরা পড়ে।

—আমরা শুনিলাম কাঁটালপোতায় যে গবর্ণমেণ্টের হাতি ছিল, তাহার অনেক গুলির ডেঙ্গু হওয়াতে তন্মধ্যে দশটীর মৃত্যু হইয়াছে।

—ক্যাপ্টেন বর্টন নামক একজন সাহেব ভাড়াটে গাড়িতে তাহার বাটী যাইতেছিলেন, পথে গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাতে বলেন। গাড়োয়ান তাহাতে কর্ণপাত না করাতে, সাহেবের হাতে এক বেত ছিল, সেই বেতের খোচা তাহাকে মারেন। মারিবার সময় সাহেবের মাথার টুপী পড়িয়া যায় এবং গাড়োয়ানকে টুপী তুলিয়া দিতে বলেন। গাড়োয়ান তাহাতে সাহেবকে গালি দেয় এবং গাড়ী নিয়া গিয়া প্রায় এক গর্ত্তের মধ্যে ফেলে। সাহেব সেখানে গিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গাড়োয়ান কে দুই চাবুক কসিয়া দেন। গাড়োয়ান পালায়। সাহেব করেন কি, হাঁটিয়া বাটী চলিলেন। খানিক দূর গেলে তাহাকে কে আসিয়া আঘাত করে এবং তিনি পড়িয়া যান। তিনি উঠিবার উদ্যোগ করেন, ও ইতি মধ্যে তাহার মস্তকে আর এক বিষম আঘাত পড়ে। সাহেব গাড়োয়ানকে ধরেন এবং দুইজনে জড়াজড়ি করিয়া মাটিতে পড়ে। সেখানে অনেক লোক আসিয়া জুটে এবং তাহারাও সাহেবকে মারিতে আরম্ভ করে এবং এত মারে যে যদি তিনি খুব সবল ও সুস্থ না হইতেন, তবে তাহার মারা পড়ার কোন বিচিত্র ছিল না।

— প্রায় তেরো মাস হইল বোম্বাইতে একব্যক্তি বিবাহ করে। যখন বিবাহ করে তখন তাহার বয়স ৩০ এবং তাহার স্ত্রীর বয়স ১৩ কি ১৪। বিবাহ করা অবধি ইহারা এক দিন নির্ব্বিবাদে বাস করে নাই। সম্প্রতি এক দিন সে ঘরে কপাট ব[illegible] করিয়া থাকে। বাহির হইতে কেহ উত্তর না[illegible]ওয়াতে দুয়ার ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি[illegible] দেখে যে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া রহিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী আহত হইয়া মৃত্যু প্রায় পতিত রহিয়াছে।

—আজ দিন চারিক হইল হাওড়ার নিকটস্থ একটি গ্রামে বেলা দুই প্রহরের সময় একজন মুসলমান নিদ্রিত ছিল, তাহাকে কে আসিয়া ছুরি দ্বারা দুই তিন স্থলে আঘাত করিয়া খুন করিয়াছে এবং তাহার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

— [illegible]টোলা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে মধুশীল নামক এক বণিককে তাহার আত্মীয় কএকটী স্ত্রীলোক জুটিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে স্ত্রীলোকে ঝগড়া হইতে ছিল, ইতিমধ্যে মধুশীল আপনার পরিবারের দিকে হইয়া অপর পক্ষেয় স্ত্রীলোক দিগকে মারিতে যাওয়াতে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

—বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে জীত করি নাম্নী ১৭বৎসর বয়স্কা একটী বিধবা বালিকা খড়ওদার স্কুলে কর্ম্ম করিত। লাল নামক একজন শিক্ষকের সহিত সে পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। স্বাভীষ্ট সিদ্ধির মানসে সেই স্ত্রীলোকটী কতকগুলি পুলিসের লোক সমভিব্যাহারে আমেদাবাদের স্কূল অভিমুখে যাত্রা করিতে ছিল। পথিমধ্যে কতকগুলি লোক দ্বারা আক্রান্ত হয় ও পুলিস স্ত্রীলোকটিকে ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করে, সুতরাং সে শত্রু হস্তে নিপতিত হয় ও এক্ষণ পর্য্যন্ত তদবস্থায় আছে।

—ভাসাজনের নিকট তাপ্তি নদীর সেতু এত দিন পরে সাধারণের জন্য খোলা হইয়াছে।

—লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকাতে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা সকল স্থাপিত হইবে।

—শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটর আটকিনসন সাহেব গত শনিবারে কলিকাতায় পৌছিয়া উড্রো সাহেবের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। উড্রোসাহেব তাঁহার পূর্ব্বেকার কর্ম্মে গমন করিলেন।

— আমরা এই নিম্নোক্ত ভয়ানক হত্যা কাণ্ডটী বিলাতি কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। টেলর

নামক একজন ভারি মাতাল এবং হেঙ্গম সাহেব অনেকবার গোলযোগ করিয়া ফাটক খাটে। তাহার স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় বনিতনা। একবার স্ত্রীকে খুন করিবার উপক্রম করায় সে ফাটকে যায়। এই সাবকাশে তাহার স্ত্রী একটী সন্তান সঙ্গে করিয়া তাহার স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে। তাহার ৫টী সন্তান হয়॥ তাহার চারিটি তাহাদের পিতার সঙ্গে অবস্থিতি করে। টেলার ফাটক হইতে খালাস হইয়া অপর এক জন স্ত্রীর সঙ্গে সংসার আরম্ভ করে ইহার একটী কন্যা হয়। একদিন সে মদ পান করিয়া সারারাত্র গণ্ডগোল করে ও উন্মত্তাবস্থায় একখানি ছুরি সহ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া একজন পোলিস কর্ম্মচারীকে বলে যে, সে তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়াছে। পোলিস কর্ম্মচারী তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, স্ত্রীটী অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। টেলার তাহার মস্তকে ভয়ানক আঘাত করে এবং তাহাতে সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। চিকিৎসা দ্বারা তাহার ক্রমে চৈতন্য হয় ও সে রক্ষা পায়। ইহার কিছুদিন পরে তাহাদের গৃহে আবার ভারি গণ্ডগোল উপস্থিত হয় ও বাহির হইতে শুনা যায় যে একটী বালক কাতর স্বরে বলিতেছে, বাবা আর মেরোনা, আমাকে প্রায় খুন করিয়াছ। ইহার একটু পরে সমুদয় গোল নিস্তব্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে টেলার তাহার গলা কাটা ও কণ্ঠনালি হইতে রূধির বহিয়া সর্ব্ব শরীর শোণিতময় এই অবস্থায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জনেক পোলিস কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত। তাহার কথা বলিবার সাধ্য নাই। অঙ্গুল দিয়া নিজ গৃহ দেখাইয়া দিল। পোলিস কর্ম্মচারী তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, ঘরের কোণে সেই স্ত্রীটী রক্তে মাখা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মাথা ও কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে, তখনও মরে নাই, ২০ মিনিট পরে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার একটু দূরে তাহার কন্যা মৃত্যু অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইয়াছে। আর একস্থলে আর একটী ছেলে মৃত্যু অবস্থায় পতিত রহিয়াছে তাহারও মাথা ভাঙ্গা ও মস্তিষ্ক নির্গত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে একখানি বাইবেল রক্তের উপর ভাসিতেছে। ঘরের কেদেরা টেবেল সমুদয় বিশৃঙ্খলাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। টেলার হাঁসপাতালে আনিত হইলে, সে অনেকবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। শেষে লিখিবার উপকরণ আনিবার ইঙ্গিত করিল এবং কাগজ কালি কলম আনিলে, তাহার দ্বারা নিজের নাম ও "আর এক জন মানুষ" "একজন সৈনিক পুরুষ" "আমাকে মারিয়া ফেল" প্রভৃতি লিখিল। তাহার পরে তাহার ক্ষতস্থলে পটি প্রভৃতি দিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখা হয়। একটু শয়ন করিয়া সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দৌড়াইল। নিকটে একটি কোলাক ঘড়ীর 'ওয়েট' ছিল, তাহা লইয়া এইরূপ ভাব করিতে লাগিল যে, যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকে খুন করিবে। সে ওয়েট ফেলিয়া একখানি চিমটা লইয়া ঘুরাইতে লাগিল। কাহারও সাধ্য হইল না যে তাহার নিকটে যায়! যখন এইরূপ করিতেছে তখন বরাবরি কথা বলিবার যত্ন করিতেছে। তাহার গলা দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু আবার পড়িতে আরম্ভ হইল এবং অঙ্গুল দিয়া রক্ত লইয়া প্রাচীরে লিখিল, "আমাকে বিষ পান করিতে দেও, আমাকে খুন কর, আমাকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।" এই সময় জন কয়েক আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল এবং আবার লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া রাখিল।

—সচিনের নবাবের সম্প্রতি বিশ্বাস হইয়াছে যে, পরিবারস্থ সকলে ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন তাহাকে মন্ত্রবলে বশীকরণ করিবার যত্ন করিতেছে। তিনি এই নিমিত্ত তাহাদের কাহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, কাহাকে দেশ হইতে দুর করিয়া দিয়াছেন, কাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হরণ করিয়াছেন এবং তাহাদের সকলের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। তাহার বেগমের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই এবং তিনি তাহার প্রতিও নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছেন। তাহার রাত্রে নিদ্রা নাই এবং কতক কর্ম্মচারীকেও বিদায় করিয়াছেন। তিনি দিন দিন এইরূপ উন্মাদের লক্ষণ দেখাইয়াছেন। নবাব অত্যন্ত মদ পান করেন এবং অনেকে বিবেচনা করেন যে তাহার উন্মত্ততার কারণ সুরাপান।

—যোধপুরের রাজা ও তার দ্বিতীয় পুত্র জোরোয়ার সিংহে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। রাজা কোন কার্য্যবশতঃ রাজধানী হইতে অনুপস্থিত হন॥ এই সুযোগে তাহার পুত্র নাগোরের কেল্লা অধিকার করেন॥ রাজপুরে সঙ্গে অনেক গুলি জায়গিরদার এবং দেশের সমুদয় ডাকাইত ও বদমাইস জুঠিয়াছে॥ শুনা যায়, তাহার অধীনে প্রায় ৯ শত যোদ্ধা সংগৃহীত হইয়াছে॥ কেল্লার মধ্যে অনেক গুলি কামান আছে॥ রাজা ও পলিটিকেল এজেণ্ট রাজপুত্রকে দুর্গ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনেকবার পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু রাজা যে পর্য্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ না করিবেন তাবত তিনি কোন পত্রের উত্তর দিতে সম্মত হন নাই॥ রাজা অগত্যা যুদ্ধের সজ্জা করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ২॥৩ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে নাগোরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন॥

—আমরা শুনিলাম বেঙ্গাল সেক্রেটরিয়েট বিভাগে নূতন রকম বন্দ বস্ত হইতেছে আসিষ্টেণ্ট সেক্রেটেরিয়েট পদ উঠাইয়া তাহার স্থলে রেজিষ্টরার এবং সেক্রেটরিয়েট বিভাগের কার্য্য বদ্ধির নিমিত্ত আরো কতক গুলি ভাল আসিষ্টাণ্ট ও ক্লার্ক নিযুক্ত হইবে॥ সম্ভবতঃ পাওয়ার সাহেব এবং ইটন সাহেব রেজিষ্ট্রার হইবেন॥ একজনের হাতে রেবেনিউ ও অপরের হাতে অন্যান্য সমুদয় বিষয়ের ভার থাকিবে॥ জোন্স সাহেব তাহা হইলে অন্যত্র যাইবেন॥

—এখানে পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলের যে কার্য্য, চীন দেশের এইরূপ কোন রাজকর্ম্মচারীর এলাকার মধ্যে একটী ভারি চুরি হওয়ায় তিনি কর্ম্ম হইতে স্থগিত হইয়াছেন এবং তিনি যদি শীঘ্র চোর ধরিতে না পারেন, তবে দণ্ডনীয় হইবেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় ইহার বিপরীত হুকুম, অর্থাৎ যে পোলিশ কর্ম্মচারীর এলাকার মধ্যে মাসে ১০টি চুরি না হইবে ৫টি ডাকাইতি না হইবে ২টি খুন না হইবে এবং অন্যান্য অপরাধ ৫০।৬০ টি না হইবে তিনি কর্ম্মচ্যূত হইবেন।

—কাশ্মীরের মহারাজা নিজ রাজ্যের মধ্যে অশ্ব জাতির উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। এটি তাঁহার উদ্যোগ নয়, লর্ড মেও প্রথম এবিষয় তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন। মহারাজা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

—পাঁড়ুয়াতে একজন তাহার স্ত্রীকে খুন করিবার সংকল্প করে, কিন্তু অন্ধকারে তাহার মাতাকে স্ত্রী ভ্রমে খুন করিয়াছে। হুগলীর সেসন জজ বিচার করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়াছেন।

—আমরা মিরার হইতে নিম্নের সম্বাদটি গ্রহণ করিলাম। গত মাসে একজন ব্রাহ্ম প্রচারক একখানি পত্র পান যে, একজন রাজপুত্র তাহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়া দুরবস্থায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তিনি সত্তর তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইবেন কিছুদিন পরে সে ব্রাহ্ম আশ্রমে উপস্থিত হয় সে বলে যে তাহার পিতা অযোধ্যার একজন রাজা তাহার ভ্রাতা তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছে সে একা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাহার ভ্রাতারা গয়েন্দা পাঠাইয়াছে এবং কখন যে সে ইহাদের কাহার হাতে পড়ে তাহার ঠীকানা নাই। কিছুদিন পরে ইহার একজন গয়েন্দার একখানি পত্র আসিয়া আবার প্রচারকের হাতে পড়ে তাহাতে লেখা থাকে যে, তাহারা যেন রাজপুত্রের উপর দৃষ্টি রাখেন এবং তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। অনুগ্রহ করিয়া তাহারা তাহাকে পাকড় করিতেছে না। সে এক্ষণে ধরা পড়িয়াছে, তাহার নাম হানিমদ্দিন, সে একজন প্রবঞ্চক এবং সে পোলিসের হাতে অর্পিত হইয়াছে।

— সৌরাষ্ট্র দেশের কোন একটী গ্রামে জগন্নাথ দেবের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। একটী জল প্লাবন হওয়াতে উক্ত মন্দির সহিত গ্রামটী জল মগ্ন হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে তৎপ্রদেশ বাসীরা একটী ভয়ানক ভাবি বিপদের আশঙ্কা করিতেছে

— ডাক্তার মট বলেন গত ৩০ জুলাই রাত্রিতে তাঁহার ভবনেতে সাড়েতিন ফিট লম্বা একটী সর্প এক কালীন ৩০ শটী ডিম্ব প্রসব করে। ছানা গুলি দৈর্ঘে প্রায় সাড়ে আট ইঞ্চ হইবেক॥ প্রসবের ৬ ঘণ্টার পর একটী ছানা ৭॥০ তোলা পরিমিত একটী পক্ষীকে বধ করে। ইহাতেই সহজে প্রতীত হয় যে ইহারা ভবিষ্যতে কিরূপ মারাত্মক হইয়া উঠিবে।

— জাঞ্জিবারে দাস বিক্রয়ের জন্য একটি বন্দর আছে। ঐ বন্দরের এক ভাগে অতি সুশ্রী স্ত্রী লোকও বিক্রিত হইয়া থাকে॥ আরব্য দেশীয় লোকেরাই অধিকাংশ ইহাদিগকে ক্রয় করিবার মানসে এখানে আগমন করে॥ উপরিউক্ত স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই আরব্য বংশসম্ভূত, তাহারা নানাবিধ সুগন্ধি গাত্রে লেপন করত উত্তম উত্তম বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া উক্ত বন্দরে আগমন করে এবং আপনাদিগকে বলিষ্ঠ দেখাইবার মানসে নানা বিধ কৌশল ও অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিতে থাকে। যদিও তাহারা অভ্যাগত আরব দিগকে ভুলাইবার মানসে নানারূপ হাস্য পরিহাস করিয়া থাকে, তত্রাচ জাবৎ জীবনের জন্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত কুল শীল পুরুষদিগের হস্তে নিপতিত হইতে হইবে এই দুর্ভাবনাতে তাহাদের নয়ন যুগল হইতে অনবরত বাষ্প বারি বর্ষণ হইতে থাকে। স্বদেশানুরাগীতার কি মোহনীয় শক্তি! এই সমস্ত স্ত্রীলোক প্রত্যেকে ৩০। ৪০ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে আমাদের দেশেতে যে প্রসিদ্ধ ক্ষেত্তরের মেলা হয় ইহাও অবিকল এইরূপ।

— বেলারিতে ১৬ নম্বর রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা প্রাতঃকালে কাওয়াদ করিতে ছিল। ইতি মধ্যে একটি হাওয়ালদার তাহার বন্দুক লইয়া একটি সুবদারকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়ে ঘটনা ক্রমে বন্দুকের ক্যাপ সরিয়া যাওয়াতে, সে বন্দুকের দ্বারায় হওয়ালদারকে আঘাত করে। এতদ্দৃষ্টে কতক গুলি সৈন তাহাকে গেপ্তার করিবার মানসে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। হাওয়ালদার দৌড়িয়া একটী বারেন্দার উপর উঠিয়া, আর একটী ক্যাপ তাহার সেই বন্দুকে বসাইয়া পুনর্ব্বার সুবাদরেকে গুলি করিল। সুবাদার সতর্ক থাকা প্রযুক্ত রক্ষা পাইল বটে কিন্তু সেই গুলি নিকটস্থিত একটী প্রহরীর শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিল।

— একদা টঙ্কের নবাব আপনার রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক খানি ভূমি মরুভুমি সদৃশ পতিত রহিয়াছে দেখিয়া একখানী ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়া ছেন যে, যে কেহ এই জমীতে আবাদ কিম্বা বসতি করিবে, তাহাকে ৪ বৎসরের রাজস্ব দিতে হইবে না, ৪ বৎসরান্তে পরগনার লোকেরা যেরূপ পরিমাণে কর দিয়া থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ করিয়া নূতন বাসন্দাদিগকে কর দিতে হইবে এবং তাহাদিগের নাম এই নূতন পরগনা ভুক্ত হইবে। এই রূপ প্রলোভনে প্রায় এক শত লোক আবাদ করিবার জন্য নবাবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে, তিনি সকলের আবেদনই মঞ্জুর করিয়াছেন॥

## সমালোচনা।

কিছু দিন হইল আমরা আর্য্যাশতক নামে একখানি পত্র সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। সংস্কৃত

কালেজের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ তর্করত্ন এই পুস্তকের প্রণেতা ॥ গ্রন্থকার ইহাতে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ইহার কতক গুলি শ্লোক এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে তাহা পাঠ করিলে কোন ক্রমেই আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না ॥ গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যা সপ্ত শতীতে আর্য্যাচ্ছন্দে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার আর্য্যায় প্রসাদ গুণ নাই এবং তাহা অশ্লীলতা দোষে একান্ত দূষিত ॥ আর্য্যা শতক যেমন প্রসাদ গুণে অলংকৃত তেমনি প্রায় বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ ॥

গ্রন্থকার ভামিনীবিলাসের প্রথম বিলাস অনুকরণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলই অশ্রুত প্রশংসালংকারে ভূষিত করিয়াছেন ॥ স্থানে২ অভিনব ভাব উদ্ভাবিত ও বিশুদ্ধ সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ॥ অনেক স্থলে প্রাচীন কবিদিগের ভাব এরূপ চাতুরী ও রচনা মাধুরী সহকারে সংকলিত হইয়াছে যে তাহা আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বা বিরস হয় নাই ॥ ফলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যে গুনগ্রাহী সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে আমাদিগের সংশয় নাই।

মহাকবিদিগের গ্রন্থ সকলও অনুকরণ দোষ শূন্য লক্ষিত হয় না। তবে যিনি পূর্ব্বতন কবিদিগের অনুকরণ করিয়াও উক্ত বিচিত্র ও রচনা চাতুর্য্যাদিতে বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন তাঁহাকেই সকলে সুকবি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন ॥ তর্করত্ন মহাশয় অতি সুকবি ॥ কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন যত্ন নিতান্ত অসময় কৃত হইয়াছে ॥ তিনি স্বীয় পরিশ্রমের অনুরূপ ফলভোগী হইতে পারিবেন আমরা ভরসা করি না। পূর্ব্বের ন্যায় আর সংস্কৃত ভাষার গৌরব নাই ॥ বিশেষতঃ এক্ষণে ক্যাম্বেল সাহেবের শাসন কাল। সংস্কৃতের গন্ধে তাঁহার স্তন্য দুগ্ধ বমন হয়। এক্ষণে অনেকেরই অন্তঃকরণে এই সাধারণ দুর্লভ কবিত্ব শক্তি রাজার অনুৎসাহে ক্রমে ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া নির্ব্বাণ হইতে চলিল ॥

তর্করত্ন মহাশয় কিরূপ রচনা মাধুর্য্য ও অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে পূর্ব্বতন কবিদিগের অনুকরণ করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত কবিতা গুলি পাঠ করিলেই পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

ভামিনী বিলাস

কিংখলুরত্নৈরেতৈঃ! কিংপুন রভ্রায়িতেন বপুষাতে। সলিলমপি যন্ন তাবক মর্ণব! বদনং প্রতি তৃষিতানাম নিতরাং নীচো সীতি ত্বংখেদং কূপ মা কদাপি কৃথাঃ অত্যন্তং সরস্যো হৃদয় যতঃ পরেষাং গুণ গ্রহীতাসি ॥

তর্করত্ন মহাশয়ের আর্য্যশতক ॥

কূপঃ কৃশোহপি শক্ত স্তৃষ্ণাশান্ত্যৈ নবা ভবানদ্ধে! সুমহজ্জীবন মপিতে মজ্জীবনাং জীবনং ভবতি ॥ ত্বংসরসাস্তু ধীরো গম্ভীরস্তব গুণান্বিতে দানম্। কূপ! বিতত্যপ রূপং নীচত্বংতে হ্যসামান্যম্ ॥

গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতী।

অনন্যগ্রহেণ মতথণ, ব্যথয়াত কটুকূজিতৈ যথোপশুঃ। কুবিরাদানাদধিকং দুনোতি। কর্ণে কৃণন্মুশকঃ ॥

ত আর্য্যাশতক।

রুধিরং লিকত্বং পিবতং [illegible] মশক। মাকির কর্ণাভ্যর্ণে কাকোলং কাকলীব্যাজাৎ ॥

---

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা—আপনার ভাষা বুঝা গেল না।

শ্রীরঘুনন্দন সান্ন্যাল—লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণ নগরে [illegible] যদু নাথ মুখোপাধ্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা বিস্তর লোক আরোগ্য করিতেছেন। ইনি প্রত্যহ প্রাতে দুই ঘণ্টা দীন দরিদ্রদিগকে অমনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

কস্যচিৎ দর্শকস্য—২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ভর্ণার সাহেবের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন। ইহার অনুগ্রহে বাজার বেহালায় একটি কাঁচা রাস্তা পাকা হইয়াছে ও পানাময় পুষ্করণী ও জঙ্গলময় স্থান সকল পরিস্কৃত হইয়াছে।

বশম্বদ শ্রীজয়রামপুর—আমরা গান কিম্বা কবিতা প্রায় ছাপি না।

শ্রীপ্র, ঘাইটঘর—"ছোট" লোকের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এটি দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

চাট মোরের কোন গ্রাহক—আপনার নাম ও বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক।

কস্যচিৎ দর্শকস্য—আপনার ভাষা বোধগম্য হইল না ॥

নবীনচন্দ্র দাস—উজীরপুর স্কুলে মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎ সুন্দরী প্রত্যেকে ২০ টাকা দান করাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

কস্যচিৎ গ্রাম বাসিন—ইনি শান্তিপুর গড় গ্রামের পথ খারাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ও মিউনিসিপালিটির মেম্বরদিগকে অমনোযোগী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ—লিখিয়াছেন যে "বড়ুন দাতব্য সমাজ" নামে একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য। যাঁহারা ইহাতে দান করিতে চাহেন, তাঁহারা ৩০ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাবু রামনাথ ঘোষের ঠিকানায় উহা পাঠাইবেন।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী,—কারাগোল্লা নামক স্থানে একটাও চিকিৎসালয় না থাকাতে বিস্তর লোক বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যায়। এখানকার জমিদার নাবালক, তাঁহার ম্যানেজারের যাহাতে এদিকে দৃষ্টিপাত পড়ে তন্নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে "বাহির সিমলা প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ হইয়াছে। এই সভার পরিবর্দ্ধনার্থে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বরাহনগর পুস্তকালয় অমনোযোগ জন্য দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইতেছে। ইহার যাহাতে উন্নতি হয়, তন্নিমিত্ত উহার মেম্বরগিকে অনুরোধ করিয়াছেন।


বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞান উপক্রমণিকা অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থ বিদ্যা, ভূমিতত্ত্ব, রসায়ণ, মুল্য ১৲টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মানস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

---

নুতন সংস্কৃত যন্ত্র এবং অক্ষর ঢালাই কারখানা ফকির চাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে সিমলা হেদুয়া পুকুরের পূর্ব্ব গুয়াবাগান ষ্ট্রিট ১৪ নং ভবনে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্রী হরিমোহন মুখর্য্যে

বিজ্ঞাপন।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়া পাউডর নামক দাউদের এক অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউ রোগ ভারি কঠীন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাব জ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়া পাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোং

১৫ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

---

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!

আমার গুপ্ত কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রিত হইতেছে মুল্য ১ম পর্ব্ব ৸০ আনা, ২য় পর্ব্ব ৶৴০ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৶৴০ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ।৴০ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, কি ফর্ম্মার মুল্য দুই পয়সা। কম স্থলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২।০ টাকার হিসাবে কামসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

---

মনোরমা নাটক।

সামাজিক বিষয়ক।

শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত

মুল্য ১৲টাকা

বাল্মীকি যন্ত্রে ও সংস্কৃত ডিপজটরিতে পাওয়া যায়।


---

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মুল্য।

| | কলিকাতার নিমিত্ত | মফঃস্বল |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৬॥ | ৮ |
| ষাণ্মাষিক | ৩৸০ | ৪॥০ |
| ত্রৈমাসিক | ২।৶০ | ২৸০ |
| এক খণ্ড | ।০ | ।১০ |

অনগ্রিম মুল্য।

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৮॥০ | ১০ |

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্য।

প্রতি পংক্তি

| | |
|---|---|
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার | ৶ |
| চতুর্থ ও ততোধিকবার | ৴১০ |

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তারা যেন নিয়মিত টাকায় অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

---

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত।